৪ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরেছেন কুবি শিক্ষার্থীরা

কুবি প্রতিনিধি
০৭ জুলাই ২০২৪, ০৮:৪১ পিএম

অবরোধ তুলে নেওয়ার পর রাস্তায় যানজট। ছবি: আমাদের সময়

কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপন হাইকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষণার প্রতিবাদে ও প্রজ্ঞাপন পুনর্বহালের দাবিতে প্রায় ৪ ঘণ্টা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক আবরোধ করে রেখেছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) শিক্ষার্থীরা। সারাদেশে ‘বাংলা ব্লকেড’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই অবরোধে অংশ নেন শিক্ষার্থীরা। অবরোধের ফলে সড়কের দুইপাশে প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

আজ রবিবার দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ৪টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এসে সড়ক অবরোধ করেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ, জেলার বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় তারা ‘লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই; আমার সোনার বাংলায়, বৈষ্যমের ঠাই নাই; লেগেছেরে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে; একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার; সারা বাংলা খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে ইত্যাদি বলে স্লোগান দেন।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী কাজী সানজিদা বলেন, ‘আমরা মেয়ে হলেও কোটা চাই না। মেয়েরা এখন মেধায় অগ্রসর। বিশ্ববিদ্যালয়েও মেয়েদের আসন ছেলেদের প্রায় সমান। উচ্চ শিক্ষায়ও মেয়েদের সংখ্যা বেশি। মুক্তিযোদ্ধা দেশে এখন তেমন জীবিত নেই। তাদের জন্য এত বেশি কোটা থাকা বৈষম্যমূলক।’

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত হোসেন বলেন, ‘সারাদেশে মুক্তিযোদ্ধা এক শতাংশও নেই। তাদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা থাকতে পারে না। কোটার কারণে মেধাবীরা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। একটি দেশে এভাবে চলতে পারে না।’

এই বিষয়ে ২০২০-২১ সেশনের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী শাহাদাত তানভীর রাফি বলেন, ‘সরকারি চাকরিতে কোটার বৈষম্য দূর করতে হবে এবং মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ চাই। আর নয় আমরা কর্মসূচি চালিয়ে যাব।’

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম মাহিন জানান, ‘আমার বয়স ১৯। এ বছর গুচ্ছে পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় কিছুটা পেছনে ছিলাম। কোটা না থাকলে অনায়াসে একটি সাবজেক্ট পেয়ে যেতাম। কোটার কারণে সাবেজেক্ট পাইনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েও একই ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি।’

অবরোধ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ও আন্দোলন সমন্বয়কদের মধ্যে অন্যতম মোহাম্মদ সাকিব হোসাইন বলেন, ‘আমরা আজকের মত আমাদের কর্মসূচি শেষ করছি। যারা উপস্থিত ছিলেন সকলকে ধন্যবাদ। আমরা সারা বাংলাদেশের সাথে সমন্বয় করে আমাদের আগামী কর্মসূচি জানিয়ে দিব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।’

এর আগে গত ৪ জুলাই ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। পরবর্তীতে চারদফা দাবি জানিয়ে অবরোধ তুলে নেন তারা।